দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

সংসদে বিল পাস

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তি ১০ বছর জেল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তির মেয়াদ বাড়ল। আগে সাজার মেয়াদ ছিল ২ থেকে ৪ বছর কারাদণ্ড, এখন তা বাড়িয়ে ৫ থেকে ১০ বছর করা হল।

বুধবার জাতীয় সংসদে এই সম্পর্কিত আইনের একটি সংশোধনী পাস হয়।

আইনটি হচ্ছে পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০। এই আইন মোতাবেক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের মধ্যে রয়েছে ঃ প্রশ্নপত্র ফাঁস, মার্কশীট পাল্টানো, সার্টিফিকেট জাল করা, পরীক্ষার খাতা বদলানো, নকল করা বা সরবরাহ করা ইত্যাদি।

এই আইনের সংশোধনী বিলটি (পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) (সংশোধন) বিল ১৯৯২) সহ বুধবার ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী দন্ডবিধির (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিলটিও (১৯৯২) সংসদে পাস হয়। এছাড়া, পারমাণবিক নিরাপত্তা বিকীরণ নিয়ন্ত্রণ বিল ১৯৯২ এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর বিল ১৯৯২ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বিল দুটি গত ২৩ জুন সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল। এই বিল দুটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণের পর পুনরায় উত্থাপন করা হবে বলে সংসদকে জানান হয়।

(৭–এর পৃঃ ৬–এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তি ১০ বছর জেল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) সংশোধনী বিলের ওপর বুধবার পুনরায় আলোচনা শুরু হলে তাতে জামায়াতের সদস্যরা অংশ নেন। এই বিলটি গত বাজেট অধিবেশনে সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল।

বুধবারের অধিবেশনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, গণতন্ত্রী পার্টি, ন্যাপ ও জাসদ (সি)–এর সদস্যরা যোগ দেননি। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নী।

বিলটির উপর বিরোধী দলের সদস্যদের সংশোধনীর বিরোধিতা করে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন যে, পরীক্ষা সংক্রান্ত অসদুপায় অবলম্বনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই শাস্তির পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে।

প্রশ্নোত্তর

আটকেপড়া পাকিস্তানীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার ৭২–এর জানুয়ারি থেকে ৯২–এর জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ২১১ কোটি ৮ লাখ ৬২ হাজার ৭৬৮ টাকা ব্যয় করেছেন বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ স ম মোস্তাফিজুর রহমান বুধবার সংসদকে জানিয়েছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। মন্ত্রী আরও জানান যে, আগামী ডিসেম্বর নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ৩০০০ পাকিস্তানী পরিবারকে পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন শুরু হবে। এটা হবে আটকেপড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৯৩ জন আটকেপড়া পাকিস্তানী নাগরিক অবস্থান করছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আটকেপড়া পাকিস্তানীদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ জোরদার করা হয়।

পুশ ইন প্রসঙ্গ

এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ স ম মোস্তাফিজুর রহমান জানান যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তথাকথিত অপারেশন পুশ ব্যাক কর্মসূচী গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত ভারতীয় বাংলাভাষী নাগরিককে জোরপূর্বক তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়ার কোন সংবাদ বা এ বিষয়ে কোন তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। বিডিআর সূত্র অনুযায়ী ভারতের তথাকথিত 'অপারেশন পুশ ব্যাক' কর্মসূচীতে এ পর্যন্ত ১৭৭ জন ভারতীয় বাংলাভাষী নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান যে, এ বিষয়ে দু'দেশের সরকারের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে অচিরেই প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৭ বার বিডিআর-বিএসএফ সংঘর্ষ

এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী জানান যে, গত দুই বছরে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশ রাইফেলস–এর মোট সাতবার সীমান্ত সংঘর্ষ হয়েছে।